কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশনজট নাই

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ॥ গত ৫ বছরে একদিনের জন্যও বিশ্ববিদ্যালয় অনির্ধারিত বন্ধ হয় নাই। বর্তমানে সেশন জট প্রায় নাই বলিলেই চলে। ছাত্র সংগঠনের মধ্যে ছোটখাট সংঘর্ষ হইলেও বড় কোন সংঘর্ষ হয় নাই। একটি ঘটনার সন্ত্রাসের অভিযোগে কয়েকজন ছাত্রলীগ নেতাকে বহিষ্কার করা হইয়াছে। বরাবরের মত ক্যাম্পাসে ক্ষমতাসীন (১৩শ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে

(৩য় পৃঃ পর)

ছাত্র সংগঠনের একচ্ছত্র আধিপত্য বিরাজ করিলেও অতীতের মত আভ্যন্তরীণ ও পারস্পরিক বাহ্যিক দ্বন্দ্ব তেমন একটা নাই। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীনতার পর গত ২৯ বছরে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের আভ্যন্তরীণ ও পরস্পরের মধ্যে এবং ছাত্র-কর্মচারী সংঘর্ষ হইয়াছে প্রায় ৫০ বার। নিহত হইয়াছে ১৪ জন। আহত হইয়াছে প্রায় সহস্রাধিক এবং ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হইয়াছে প্রায় সমসংখ্যক কক্ষ। বিভিন্ন দাবী-দাওয়ার আন্দোলনে এই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় অনির্ধারিত বন্ধ ছিল প্রায় চার বছর। এইসব ঘটনায় অর্ধশতাধিক তদন্ত কমিটি গঠিত হইলেও কোন তদন্ত রিপোর্টই আলোর মুখ দেখে নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে সবচাইতে মর্মান্তিক ঘটনা হইতেছে– ১৯৮০ সালের ১২ই জানুয়ারী। ছাত্রদলের প্রতিষ্ঠাতা আহবায়ক বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা এটিএম খালেদ (বীর প্রতীক) আগেরদিন রাতে দুষ্কৃতকারীদের দ্বারা আহত হইয়া নির্মাণাধীন আশরাফুল হক হলের বালির স্তূপে শীত ও অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে ইন্তেকাল করেন। পরদিন প্রকাশ্য দিবালোকে ছাত্রলীগ ও বাকসু'র তিন নেতা শওকত, ওয়ালী ও মোহসীনকে অত্যন্ত নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এই সময়ে প্রায় পাঁচ মাসের মতো বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বশেষ হত্যাকান্ড ঘটে ১৯৯৬ সালের ৯ই নভেম্বর। এইদিন সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেটে আড্ডারত ছাত্র-ছাত্রীদের উপর সন্ত্রাসীরা গুলীবর্ষণ করিলে ছাত্রলীগের দুই নেতা কামাল ও রঞ্জিত নিহত হয়।

স্বাধীনতার পর হইতেই ছাত্রলীগ, জাসদ-বাসদ ছাত্রলীগ, ছাত্রদল, নতুন বাংলা ছাত্র সমাজ, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট, ছাত্র ইউনিয়ন এবং ছাত্র শিবিরের মধ্যে পরস্পর ও আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ হইয়াছে অসংখ্যবার। প্রতিটি সংঘর্ষ মানেই হইতেছে রক্তপাত, আহত, ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ ও অনির্ধারিত বন্ধ। ১৯৭৭ সালে কৃষিবিদদের প্রথম শ্রেণী হইতে দ্বিতীয় শ্রেণীর পদমর্যাদায় অবনমিতের প্রতিবাদে দীর্ঘদিন বন্ধ ছিল বিশ্ববিদ্যালয়। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'কালো দিবস', ১লা মার্চ, ১৯৮৪ সাল। এ দিনে আর্মি-বিডিআর ক্যাম্পাস ও আবাসিক এলাকায় প্রবেশ করিয়া ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারী ও মহিলাদের নির্বিচারে প্রহার করে। লাঠির আঘাতে প্রোক্টর ডঃ ইসমাইল হোসেনের মাথা ফাটিয়া যায়।